কর্জে হাসানা

কল্যাণমূলক অর্থনীতিতে দারিদ্র্য বিমোচনের অনন্য কৌশল

ফয়সাল খান*

সারসংক্ষেপ

কল্যাণমূলক অর্থনীতির একটি অন্যতম দর্শন ও কর্মকৌশল হলো দারিদ্র্য বিমোচন করে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। একটি কল্যাণমূলক অর্থনীতি হিসেবে ইসলামি অর্থব্যবস্থার নানারকম কর্মসূচি যেমন: জাকাত, উশর, ফিতরাহ, ওয়াকফ, কর্জে হাসানা ইত্যাদির সফল বাস্তবায়নই দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্বের স্বপ্নকে স্বার্থক করে তুলতে পারে। প্রবন্ধটিতে কল্যাণমূলক অর্থনীতি হিসেবে ইসলামি অর্থব্যবস্থাকে তুলে ধরে এর অন্যতম উপাদান হিসেবে কর্জে হাসানার আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা, কুরআন ও হাদিসে এর স্বপক্ষে দলিল উপস্থাপন, ইসলামের ইতিহাসে এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া কর্জে হাসানা লেনদেনের পদ্ধতি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশে কর্জে হাসানার প্রচার ও প্রসারে সরকার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সমাজের ধনী ব্যক্তিবর্গের দায়িত্ব আলোচনার পাশাপাশি সমাজের অসহায় ব্যক্তিবর্গের কর্তব্য স্পষ্ট করা হয়েছে। সর্বোপরি, কর্জে হাসানার সফল প্রয়োগই পারে দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গড়তে-এ আশাবাদ ব্যক্ত করে প্রবন্ধটির উপসংহার টানা হয়েছে।

মূল শব্দসমূহ: কল্যাণমূলক অর্থনীতি, ইসলামি অর্থব্যবস্থা, কর্জে হাসানা এবং দারিদ্র্য বিমোচন।

ভূমিকা

আমাদের সামনে মানবাধিকারের একটি তালিকা যেখানে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষাসহ আরো বহু ধরনের জিনিস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রতিটি জাতি ও সমাজ এ অধিকারগুলো অর্জনে সচেষ্ট। অনেকেই মনে করেন সরকারের দায়িত্ব হলো এ অধিকারগুলো পূরণ করা। কিন্তু ভাবনার বিষয় হলো, সর্বোচ্চ চেষ্টা করেও সরকারের পক্ষে সকলের জন্য সেগুলো নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে অনেকেই শুধুমাত্র ক্ষুদ্র বা মাঝারি আকারের ঋণ পেলেই তা আয়বর্ধক কার্যক্রমে ব্যবহার করে মৌলিক অধিকারগুলো খুব সহজেই পূরণ করতে পারে। সুতরাং সরকারের প্রচেষ্টার পাশাপাশি ঋণ পাওয়ার অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।[১] মানব উন্নয়নে ঋণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ড. ইউনূস বলেন, বর্তমানে বিশ্বে জনসংখ্যার সম্ভবত দুই-তৃতীয়াংশের আর্থিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে কখন তাদেরকে কেউ দয়াপরবশ হয়ে কাজ দিবে। অন্যদিকে যদি কারো হাতে টাকা (অর্থ) থাকে তবে সে নিদারুণভাবে সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার চেষ্টা করতে পারবে এবং নিজে আয়বর্ধন করে সামনে এগিয়ে যাবে।[২] এ অনুভূতি থেকেই গরিব বাংলাদেশীদের মধ্যে ঋণ দেবার জন্য মুহাম্মদ ইউনূস ১৯৭৬ সালে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে গ্রামীণ ব্যাংকের পথ অনুসরণ করে আরো অনেক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ শুরু করে। অর্থনীতবিদগণ মনে করেন, বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচণে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ইতিবাচক প্রভাব

---

* পিএইচ. ডি. গবেষক (অর্থনীতি), আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া, ই-মেইল: foyasal.khan@gmail.com

১ বাংলাদেশী নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস ঋণ পাওয়ার অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে উল্লেখ করেন, বিস্তারিত দেখুন, http://www.pbs.org/now/enterprisingideas/Muhammad-Yunus.html থেকে উদ্ধার ২২ আগস্ট ২০১৫।

২ প্রাগুক্ত।

রয়েছে যেহেতু ক্ষুদ্রঋণ দরিদ্র মানুষের শুধু আয় বাড়াচ্ছে না, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাসসহ অন্যান্য আর্থসামাজিক উন্নয়নেও ভূমিকা রাখছে।[৩]

ক্ষুদ্র, মাঝারি বা বৃহৎ যেকোনো ধরণের ঋণ দরিদ্র মানুষের উপকারে আসে এটি প্রশ্নাতীত ব্যাপার। কিন্তু ঋণ যখন সুদে দেওয়া হয় তখন তা শোষণের হাতিয়ারে পরিণত হয়। সুদি ব্যবসা দ্বারা গরিবের দারিদ্র্য বিমোচণ তো সম্ভব নয়-ই বরং সুদ গরিবকে আরও গরিব করে দেয়। তাই মহান আল্লাহ তায়ালা সুদকে হারাম ঘোষণা করেছেন এবং (মুসলিম জাতির অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার জন্য) ব্যবসাকে হালাল করেছেন (সুরা বাকারা, ২: ২৭৫)। দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠীর আর্থিক নিরাপত্তার জন্য জাকাতের বিধান করা হয়েছে। আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য ওয়াকফের ব্যবস্থা রয়েছে। তেমনিভাবে কুরআন কর্জে হাসানা (উত্তম ঋণ)'র প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে যাতে মানুষ তাদের সাময়িক আর্থিক সংকট কাটিয়ে উঠতে পারে। কর্জে হাসানা দেয়া আল্লাহকে ঋণ দেয়ার সামিল। আল্লাহকে ঋণ দিয়ে একজন মুসলমান তার ইমানি দায়িত্ব পালন করতে পারে। জাকাতের ক্ষেত্রে সময় ও পরিমাণ নির্দিষ্ট, কিন্তু কর্জে হাসানার ক্ষেত্রে তেমনটি নেই। একজন ব্যক্তি যেকোনো সময়ে যেকোনো পরিমাণ কর্জে হাসানা প্রদান করতে পারে। এজন্য ব্যক্তির ইচ্ছাই যথেষ্ট। কর্জে হাসানার মাধ্যমে অভাবী মানুষরা তাদের কঠিন সময়কে মোকাবেলা করে উন্নতি ও অগ্রগতির পথে ধাবিত হতে পারে। এজন্য কল্যাণমূলক অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কর্জে হাসানার বিস্তার অত্যন্ত জরুরি।

কল্যাণমূলক অর্থনীতি হিসেবে ইসলামি অর্থব্যবস্থা

একটা সময় ছিল যখন উপনিবেশিক ও আধুনিক পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে প্রধান অবলম্বন ছিল প্রথাগত সমাজতন্ত্রের আদর্শ ও অনুপ্রেরণা। আজ সমাজ-প্রগতিকে বিচার করার সেই অনড় মানদণ্ডটি অনেকটাই প্রত্যাখ্যাত হয়ে গেছে। তারা এরজন্য চিন্তার অসহায়তাকে অনেকাংশে দায়ী করেছেন। শুধু ভৌগলিক অস্তিত্বের বিচারেই নয়, জ্ঞানচর্চার মানদন্ড হিসেবেই প্রথাগত সমাজতন্ত্র মৃত। আধুনিক পুঁজিবাদও কোনো আদর্শিক পথ-বিকল্প হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। এর কারণ হলো: দেশে দেশে আধুনিক পুঁজিবাদ প্রবৃদ্ধির নামে সৃষ্টি করেছে সম্পদ ও সুযোগের প্রকট বৈষম্য। এর ফলে মানুষের দৈনন্দিনের রুটি-রুজি ও আত্মসম্মানের সাথে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকারও অনেক দেশে অর্জন সম্ভবপর হয়নি। বরং বেড়েছে 'গ্লোবাল প্রভার্টি। এ বিশ্ব-পুঁজিবাদ আমাদের আদর্শ হতে পারে না এবং একটি তৃতীয় পথ খুঁজতে হবে যাকে 'মধ্যপন্থা' বলা যেতে পারে আবার 'অন্যপন্থা' বলাও ভুল নয়।[৪]

বিগত তিন শতাব্দী ধরে মানবজাতি, পশ্চিমা নেতৃত্বে, প্রধানত চারটি অর্থনৈতিক মতাদর্শ পরখ করেছে: পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদী-ফ্যাসিবাদ ও কল্যাণ রাষ্ট্র। সবগুলো মতাদর্শ মৌলিকভাবে এবং গুণগতভাবে পশ্চিমা তর্কশাস্ত্রের প্রস্তাবের ওপর ভিত্তি করে রচিত, যার সারকথা হলো ধর্ম ও নৈতিকতা মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে প্রাসঙ্গিক নয়, বরং অর্থনৈতিক বিষয়গুলো নৈতিক আচরণের সামাজিক বিধিকে উপেক্ষা করেও অর্থনৈতিক আচরণ আইনের আলোকে খুব ভালোভাবে সমাধা করা সম্ভব। ধর্ম ও নৈতিকতাকে উপেক্ষা করার

---

[৩] প্রথম আলো-ক্ষুদ্রঋণ ও দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ে সেমিনার, ১২ মার্চ ২০১১, ওয়েবসাইট: https://docs.google.com/document/d/124qgUdKfnESOIP-BK7JY5Z_eHvuoM-gQdb6tKnBnWAo/edit?hl=en

[৪] মতিউর রহমান ও বিনায়ক সেন, কেন 'প্রতিচিন্তা', বিস্তারিত দেখুন, http://protichinta.com/pages/about_us

ফলে কতিপয় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন সত্ত্বেও এসব প্রধান মতাদর্শগুলো মানবজাতির অধিকতর প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ সমাধানে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে।[৫] এ প্রেক্ষাপটে বিশ্ববরেণ্য ইসলামি অর্থনীতিবিদ ড. খুরশীদ আহমদ বলেন: Fascism was the first to fall into the dustbin of history. The latest fallen god is socialism. It would be the height of folly to assume that, by elimination, capitalism and the welfare state have been vindicated.[6] অর্থাৎ ফ্যাসিবাদই সর্বপ্রথম ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল আর সর্বশেষ পতিত ঈশ্বর হলো সমাজতন্ত্র। এটা অনুমান করা মূর্খতা হবে না যে, অপনয়নের ধারাবাহিকতায়, পুঁজিবাদ ও কল্যাণ রাষ্ট্রও টিকে থাকতে পারবে না ।

বর্তমান বিশ্বমানব ইতিহাসের এক গভীর সংকটে আক্রান্ত। এ সংকট বহুমাত্রিক। এ সংকট আর্থিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও সামাজিক। পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদী-ফ্যাসিবাদ ও কল্যাণ রাষ্ট্রসহ মানবরচিত কোনো মতবাদের মাধ্যমে এর প্রতিকার হওয়া সম্ভব নয়, একমাত্র ইসলামি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র-ই পারে মানবেতিহাসের এ ভয়াবহ সংকটের গ্রহণযোগ্য ও কার্যকর সমাধান দিতে। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ শাহ আবদুল হান্নান (২০১৪) বলেন: প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র অপেক্ষা অধিক ও বিস্তৃত অর্থনৈতিক নীতি ইসলাম দিয়েছে। ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, সুদের নিষিদ্ধতা, জাকাতের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা, সম্পত্তি বণ্টনের ইসলামি নিয়ম, হালাল ও হারামের বিস্তৃত সীমারেখা- এসব হচ্ছে ইসলামি অর্থনীতির মূলনীতি। মদিনায় ইসলামি অর্থনীতির যে প্রথম মডেল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, তাতে শরিয়তের সীমার মধ্যে উৎপাদন, বেচাকেনা ও ভোগের স্বাধীনতা ছিল। এ স্বাধীনতাকে পুঁজিবাদ গণ্য করা যাবে না। কেননা, মদিনার ইসলামি অর্থনীতি পুঁজিবাদের অনেক আগেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। কাজেই ইসলাম পুঁজিবাদ থেকে কিছু নিয়েছে, এ কথা বলা যায় না। তিনি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামের অর্থনীতির যে সাতটি প্রধান লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলো হলো: ক. অর্থনীতিতে সুবিচার প্রতিষ্ঠা; খ. নির্যাতিত ও বঞ্চিতদের স্বার্থ সংরক্ষণ; গ. অর্থনীতিতে সুনীতি প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতির উৎখাত করা; ঘ. জনগণের সহজ জীবন নিশ্চিত করা; ঙ. সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার; চ. সম্পদের যথাযথ বণ্টন; ছ. কল্যাণকর দ্রব্যের সর্বাধিক উৎপাদন। একইভাবে প্রখ্যাত ইসলামি অর্থনীতিবিদ ড. এম. উমর চাপড়া (১৯৭৯)[৭] ইসলামি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের (Islamic Welfare State) অর্থনীতি সম্পর্কিত যে গুরত্বপূর্ণ কার্যাবলী তুলে ধরেন সেগুলো হলো:

১. দারিদ্র্য নিরসন এবং পূর্ণকর্মসংস্থান ও প্রবৃদ্ধির উচ্চ হার যাতে অর্জিত হয় সে রকম পরিবেশ তৈরি করা;

২. অর্থের প্রকৃত মূল্য স্থিতিশীল রাখা;

৩. আইন-শৃংখলা বজায় রাখা;

৪. সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা;

৫. সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা এবং আয় ও সম্পদের সুষম বন্টন উৎসাহিত করা;

৬. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রক্ষা করা এবং জাতীয় প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করা।

---

[৫] Ahmad, Khurshid (1992) in the forward of 'Islam and the Economic Challenge' by Umer Chapra, p. 12.

[৬] প্রাগুক্ত।

[৭] Chapra, M. U. (1979). The Islamic welfare state and its role in the economy. Islamic Foundation, pp. 9-10.

সুতরাং এসব মূলনীতি কার্যকর করা ইসলামি সরকারগুলোর কর্তব্য। এসব কার্যকর করার ওপরই ইসলামি বিশ্বের শান্তি ও কল্যাণ নির্ভর করে।

কর্জে হাসানার সংজ্ঞা

কর্জে হাসানার আভিধানিক সংজ্ঞা

কর্জে হাসানা দুটি আরবি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। কর্জ শব্দটি কিরাদ শব্দমূল থেকে উদ্ভব হয়েছে। যার অর্থ কর্তন। এটাকে এজন্য কর্জ বলা হয় যে, এর মাধ্যমে সচ্ছল লোকদের আয় থেকে একটি অংশ ঋণ হিসেবে প্রেরিত যা আপাতদৃষ্টিতে সম্পদ কর্তিত হয়েছে বলে মনে করা হয়। অন্যদিকে হাসানা শব্দটি ইহসান শব্দমূল থেকে উদ্ভব হয়েছে। ইহসান অর্থ অন্যের প্রতি দয়া। হাসান এমন একটি কাজ যা অন্য লোকের উপকারে আসে এবং কাজটি সম্পাদনে কর্তা বাধ্য নয়। দয়া প্রদর্শনকে ইসলাম উৎসাহিত করে। ঋণের ক্ষেত্রে অসচ্ছল ব্যক্তিকে অবকাশ দেয়া ও অপারগকে ক্ষমা করে দেয়া এমন একটি আমল যা একজন বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারে। হুজাইফা রা. হতে বর্ণিত, রসুল সা. বলেছেন: তোমাদের পূর্বে একজন ব্যক্তি ছিল, মালাকুল মাউত তার রূহ কবজ করতে আসলে তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, তুমি কোনো ভালো কাজ করেছ? উত্তরে লোকটি বলল: আমার জানা নাই। তাকে পুনরায় বলা হল, একটু ভেবে দেখ, কোনো ভালো কাজের কথা মনে পড়ে কি-না? তখন সে বলল, কোনো কিছুই আমার মনে পড়ছে না, তবে দুনিয়াতে আমি মানুষদের সাথে বাণিজ্য করতাম এবং তাদেরকে ঋণ দিতাম। অতঃপর অসচ্ছল ব্যক্তিকে অবকাশ দিতাম এবং অপারগকে ক্ষমা করে দিতাম। আল্লাহ তায়ালা এ ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[৮] সুতরাং কর্জে হাসানা হলো উপকারী ঋণ, উত্তম ঋণ, সহানুভূতির ঋণ, সুদমুক্ত ঋণ, সুন্দর ঋণ ইত্যাদি।

কর্জে হাসানার পারিভাষিক সংজ্ঞা

কর্জে হাসানা একটি কল্যাণমূলক সুদমুক্ত ঋণ। ঋণগ্রহীতাকে শুধু ঋণকৃত অংশই পরিশোধ করতে হয়।[৯] মাওলানা মওদূদী রহ. বলেন: কর্জে হাসানা এমন ঋণ, যা কেবলমাত্র সৎকর্ম অনুষ্ঠানের প্রেরণায় চালিত হয়ে নিঃস্বার্থভাবে কাউকে দেয়া হয়।[১০] ইমরান আহসান খান নিয়াজী বলেন: Qard (interest-free loan) as a charitable act and not a business transaction অর্থাৎ কর্জ (সুদমুক্ত ঋণ) একটি পরহিতকর কাজ এবং এটি কোনো ব্যবসায়িক লেনদেন নয়।[১১]

মহসিন খান ও আব্বাস মিরাখর (১৯৯০) বলেন: The banking system also has been used as an instrument of income redistribution through provision of Qard al-Hasana (beneficent) loans for the needy, financing the building of low-income housing, and provision of financing for

---

[৮] সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৪৫১।

[৯] Farooq, Dr. Mohammad Omar (2006); Qard al-Hasana, Wadiah/Amanah and Bank Deposits: Applications and Misapplications of Some Concepts in Islamic Banking; A shorter version of this paper was presented at Harvard Islamic Finance Forum, April 19-20, 2008.

[১০] মওদূদী, সাইয়েদ আবুল আ'লা; তাফহীমুল কুরআন; টিকা নম্বর-২৬৭, ১ম খণ্ড; পৃ. ১৯৮।

[১১] Nyazee, Imran Ahsan Khan; Islamic Law of Persons Glossary.

small scale agrobusinesses and industrial cooperatives, often without stringent collateral requirements. অর্থাৎ ব্যাংক ব্যবস্থা আয় পুনঃবন্টনের একটি হাতিয়ার হিসেবে কর্জে হাসানা প্রয়োগের মাধ্যমে অভাবী, অল্প আয়ের লোকদের বাড়ি নির্মাণে অর্থায়ন এবং ক্ষুদ্র কৃষিনির্ভর ব্যবসায় ও শিল্পখাতে সহায়তার জন্য প্রায় জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করছে।[১২] নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী (২০০৪) বলেন: The condemnation and prohibition of riba in Quran is almost always accompanied by urging the believers to give. That includes both charitable grants (sadaqa) and qard hasan, lending with no obligation for the borrower more than returning the principal. অর্থাৎ কুরআনে যেখানেই রিবা বা সুদকে নিন্দা ও নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেখানেই তার বিপরীতে বিশ্বাসীদেরকে 'দান' করার প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। এর অর্থ হলো পরহিতকর দান (সাদাকা) ও কর্জে হাসানা উভয় ক্ষেত্রে আসলের অতিরিক্ত প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ঋণ দেয়া যাবে না।[১৩]

বর্তমান সময়ের আলোচিত ইসলামি অর্থনীতিবিদ, জেদ্দাহস্থ ইসলামিক রির্সাচ এ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট'র গবেষণা উপদেষ্টা ড. এম. উমর চাপড়ার (২০০৫) মতে, Qard-al-hassan is a loan which is returned at the end of the agreed period without any interest or share in the profit or loss of the borrower. অর্থাৎ, কর্জে হাসানা হলো এমন এক ঋণ যা সুদমুক্ত ও চুক্তিবদ্ধ সময়ের মধ্যে ফেরৎ দিতে হয় এবং এর মধ্যে কোনো প্রকারের লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্ব থাকে না। সুতরাং কর্জে হাসানা এমন একটি মানবকল্যাণমূলক ঋণ যা অভাবী লোকদেরকে তাদের দুঃসময়ের সহায়তা হিসেবে দেয়া হয়, বিনিময়ে তার কাছ থেকে কোনো প্রকারের সুদ বা অতিরিক্ত আদায় করা হয় না। ঋণগ্রহীতাকে আসল পরিশোধ করলেই চলে।

কুরআন ও হাদিসে কর্জে হাসানা প্রসঙ্গ

কুরআনের আয়াতসমূহ ও হাদিসগুলোতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্জে হাসানা প্রদানের গুরুত্ব স্পষ্ট লক্ষ করা যায়। কর্জে হাসানা প্রদানকারীর সম্পদ কোনো অংশে তো কমেই না বরং আল্লাহ তা নিজ অনুগ্রহে বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেয়। কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ কর্জে হাসানা প্রদানের জন্য উৎসাহ যুগিয়েছেন। এজন্য তিনি তাঁদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ প্রদানের অঙ্গিকার করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

১) তোমাদের মধ্যে কে আল্লাহকে কর্জে হাসানা দিতে প্রস্তুত, যাতে আল্লাহ তা কয়েকগুণ বাড়িয়ে তাকে ফেরত দেবেন? কমাবার ক্ষমতা আল্লাহর আছে, বাড়াবারও এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরতে হবে (সুরা বাকারা, ২: ২৪৫)।

২) যদি তোমরা সালাত কায়েম করো, জাকাত দাও, আমার রসুলদেরকে মানো ও তাদেরকে সাহায্য করো এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিতে থাকো, তাহলে নিশ্চিত বিশ্বাস করো আমি তোমাদের থেকে তোমাদের পাপগুলো মোচন করে দেবো এবং তোমাদের এমন সব বাগানের মধ্যে প্রবেশ করাবো যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে (সুরা মায়েদা, ৫: ১২)।

---

[১২] Khan, Mohsin S. and Mirakhor, Abbas (1990); Islamic Banking: Experience in The Islamic Republic of Iran and in Pakistan; Economic Development and Cultural Change, January, l990.

[১৩] Siddiqi; Mohammad Nejatullah (2004); Riba, Bank Interest, and The Rationale of Its Prohibition, Islamic Development Bank, Visiting Scholars Research Series, 2004], p. 48.

৩) এমন কেউ কি আছে যে আল্লাহকে ঋণ দিতে পারে? উত্তম ঋণ; যাতে আল্লাহ তা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে ফেরত দেন। আর সে দিন (কিয়ামতে) তার জন্য রয়েছে সর্বোত্তম প্রতিদান (সুরা আল হাদীদ, ৫৭: ১১)।

৪) দান-সাদকা প্রদানকারী নারী ও পুরুষ এবং যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করে, নিশ্চয়ই কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে তাদেরকে ফেরত দেয়া হবে। তাছাড়াও তাদের জন্য আছে সর্বোত্তম প্রতিদান (সুরা আল হাদীদ, ৫৭: ১৮)।

৫) এবং আল্লাহকে কর্জে হাসানা দিতে থাকো (সুরা মুযযাম্মিল, ৭৩: ২০)।

৬) যদি তোমরা আল্লাহকে কর্জে হাসানা দাও তাহলে তিনি তোমাদেরকে তা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিবেন এবং তোমাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করবেন। আল্লাহ সঠিক মূল্যায়নকারী ও অতিব সহনশীল (সুরা তাগাবুন, ৬৪: ১৭)।

আল্লাহর রসুল সা.-এর বেশ কয়েকটি হাদিসের মাধ্যমে কর্জে হাসানার গুরুত্ব ফুটে উঠে। যথা-

১) রসুল সা. বলেছেন: মি'রাজের রজনীতে জান্নাতের একটি দরজা দেখলাম তাতে লেখা রয়েছে যে, সাদাকাহ্'র পুরস্কার দশগুণ ও কর্জে হাসানার পুরস্কার আঠারগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে। লেখাটি পড়ে রসুল সা. তাঁর খেদমতে নিয়োজিত ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আমাকে বলবে এর কারণ কী? ফেরেশতাটি জবাব দিল, হে আল্লাহর রসুল সা.! এর কারণ হলো এই যে, ভিক্ষুক তার কাছে কিছু অবলম্বন থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষা চায়, কিন্তু কোনো প্রকৃত অভাবী বিপদে না পড়লে ঋণ চায় না (ইবনে হিশাম ও ইবনে মাজাহ)।

২) আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসুল সা. বলেছেন: যে ব্যক্তি কোনো মু'মিন ব্যক্তিকে তার বিপদে সাহায্য করে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তাকে সাহায্য ও কল্যাণ দান করবেন (সহিহ মুসলিম)।

৩) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াত যখন নাজিল হয় এবং নবির সা. পবিত্র মুখ থেকে লোকজন তা শুনতে পায় তখন আবুদ দাহ্দাহ আনসারী জিজ্ঞেস করেন: হে আল্লাহর রসুল! আল্লাহ কি আমাদের কাছে ঋণ চান? জবাবে নবি সা. বলেন: হে আবুদ দাহ্দাহ, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন: আপনার হাত আমাকে একটু দেখান। নবি সা. তার দিকে নিজে হাত বাড়িয়ে দিলেন। আবুদ দাহ্দাহ নবির সা. হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললেন: আমি আমার রবকে আমার বাগান ঋণ দিলাম। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন: সেই বাগানে ৬ শত খেজুর গাছ ছিল। বাগানের মধ্যেই ছিল আবুদ দাহ্দাহ'র বাড়ি। তার ছেলে মেয়েরা সেখানেই থাকতো। রসুল সা.-এর সাথে এসব কথাবার্তা বলে তিনি সোজা বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন এবং স্ত্রীকে ডেকে বললেন: দাহ্দাহ'র মা, বেরিয়ে এসো। আমি এ বাগান আমার রবকে ঋণ হিসেবে দিয়ে দিয়েছি। স্ত্রী বললো: দাহ্দাহ'র বাপ, তুমি অতিশয় লাভজনক কারবার করেছো এবং সেই মুহূর্তেই সব আসবাবপত্র ও ছেলেমেয়েকে সাথে নিয়ে বাগান ছেড়ে চলে গেলেন (ইবনে আবী হাতেম)

৪) লায়স (র) আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত যে, রসুল সা. বলেছেন, বনী ইসরাঈলের কোনো এক ব্যক্তি বনী ইসরাঈলের অপর এক ব্যক্তির নিকট এক হাজার দীনার ঋণ চাইল। তখন সে (ঋণদাতা) বলল, কয়েকজন

সাক্ষী আন, আমি তাদেরকে সাক্ষী রাখব। সে বলল, সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। তারপর ঋণদাতা বলল, তা হলে একজন যামিনদার উপস্থিত কর। সে বলল, যামিনদার হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। ঋণদাতা বলল, তুমি সত্যই বলেছ। এরপর নির্ধারিত সময়ে পরিশোধের শর্তে তাকে এক হাজার দীনার দিয়ে দিল। তারপর ঋণগ্রহীতা সামুদ্রিক সফর করল এবং তার প্রয়োজন সমাধা করে সে যানবাহন খুঁজতে লাগল, যাতে সে নির্ধারিত সময়ের ভেতর ঋণদাতার কাছে এসে পৌঁছতে পারে। কিন্তু সে কোনো যানবাহন পেল না। তখন সে এক টুকরো কাঠ নিয়ে তা ছিদ্র করল এবং ঋণদাতার নামে একখানা পত্র ও এক হাজার দীনার তার মধ্যে ভরে ছিদ্রটি বন্ধ করে সমুদ্র তীরে এসে বলল, হে আল্লাহ! তুমি তো জান আমি অমুকের নিকট এক হাজার দীনার ঋণ চাইলে সে আমার কাছে যামিনদার চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম: আল্লাহই যামিনদার হিসেবে যথেষ্ট। এতে সে রাজি হয়। তারপর সে আমার কাছে সাক্ষী চেয়েছিল, আমি বলেছিলাম, সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট, তাতেও সে রাজি হয়ে যায়। আমি তার ঋণ (যথাসময়ে) পরিশোধের উদ্দেশ্যে যানবাহনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, কিন্তু পাইনি। তাই আমি তোমার নিকট সোপর্দ করলাম, এই বলে সে কাষ্ঠখণ্ডটি সমুদ্রে নিক্ষেপ করল। আর কাষ্ঠখণ্ডটি সমুদ্রে প্রবেশ করল। অতঃপর লোকটি ফিরে গেল এবং নিজের শহরে যাওয়ার জন্য যানবাহন খুঁজতে লাগল। ওদিকে ঋণদাতা এ আশায় সমুদ্রতীরে গেল যে, হয়ত বা ঋণগ্রহীতা কোনো নৌযানে করে তার মাল নিয়ে এসেছে। তার দৃষ্টি কাষ্ঠখণ্ডটির ওপর পড়ল, যার ভিতরে মাল ছিল। সে কাষ্ঠখণ্ডটি তার পরিবারের জ্বালানির জন্য বাড়ি নিয়ে গেল। যখন সে তাহা চিরল, তখন সে মাল ও পত্রটি পেয়ে গেল। কিছুদিন পর ঋণগ্রহীতা এক হাজার দীনার নিয়ে এসে হাযির হল এবং বলল, আল্লাহর কসম আমি আপনার মাল যথাসময়ে পৌঁছিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে সব সময় যানবাহনের খোঁজে ছিলাম। কিন্তু আমি যে নৌযানে এখন আসলাম, তার আগে আর কোনো নৌযান পাইনি। ঋণদাতা বলল, তুমি কি আমার নিকট কিছু পাঠিয়েছিলে? ঋণগ্রহীতা বলল, আমি তো তোমাকে বললামই যে এর আগে আর কোনো নৌযান আমি পাইনি। সে বলল, তুমি কাঠের টুকরোর ভিতরে যা পাঠিয়েছিলে, তা আল্লাহ তোমার পক্ষ হতে আমাকে আদায় করে দিয়েছেন। তখন সে আনন্দচিত্তে এক হাজার দীনার নিয়ে ফিরে চলে এল।[১৪]

৫) আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত যে, রসুল সা. এর নিকট যখন কোনো ঋণী ব্যক্তির জানাযা উপস্থিত করা হত তখন তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, সে তার ঋণ পরিশোধের জন্য অতিরিক্ত মাল রেখে গেছে কি? যদি তাঁকে বলা হত যে, সে তার ঋণ পরিশোধের মতো মাল রেখে গেছে তখন তার জানাযার সালাত আদায় করতেন। নতুবা বলতেন, তোমাদের সাথীর জানাযা আদায় করে নাও। পরবর্তীতে যখন আল্লাহ তাঁর বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন, তখন তিনি বললেন, আমি মুমিনদের জন্য তাদের নিজের চাইতেও অধিক নিকটবর্তী। তাই কোনো মুমিন ঋণ রেখে মারা গেলে সে ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। আর যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে যায়, সে সম্পদ তার ওয়ারিসদের জন্য।[১৫]

---

[১৪] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারি (র), হাদিস নম্বর ১৪২৫, অধ্যায়: যামিন হওয়া, বুখারি শরীফ, চতুর্থ খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশিত: ১৯৯১ ও ২০০৩, পৃ. ১৩৮-১৩৯।

[১৫] হাদিস নম্বর ২১৫১, অধ্যায়: যামিন হওয়া, বুখারি শরীফ, চতুর্থ খণ্ড, ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারি (র), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশিত: ১৯৯১ ও ২০০৩, পৃ. ১৪৫।

ইসলামের ইতিহাসে কর্জে হাসানা ও এর উদ্দেশ্যসমূহ

ইসলামের প্রাথমিক যুগে সুদমুক্ত অর্থনীতি বাস্তবায়নের জন্যে কর্জে হাসানা ছিল অন্যতম কার্যকর হাতিয়ার। এ সময়ে বায়তুল মালের আয়ের উৎসসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো কর্জ বা ঋণ। প্রকৃতপক্ষে রসুল সা.-এর মাদানি জীবন হতে শুরু করে আব্বাসীয় খিলাফতের পরেও সুদীর্ঘ তিনশত বছরেরও বেশি সময় কর্জে হাসানা ইসলামি সমাজে যথাযথ চালু ছিল বলেই সুদ ইসলামি অর্থনীতির ত্রি-সীমানায় ঘেঁষতে পারেনি। মক্কাবিজয়ের পর জরুরি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে রসুল সা. কর্জ গ্রহণ করেন। হাওয়াজিন যুদ্ধের পূর্বে রসুল সা. আব্দুল্লাহ বিন রবিয়া থেকে ৩০,০০০ দিরহাম কর্জ গ্রহণ করেন। ইমাম বুখারির মতে ২০,০০০ দিরহাম কর্জ গ্রহণ করা হয়েছিল। হুনায়নের যুদ্ধের সময় রসুল সা. সাফওয়ান নামক এক অবিশ্বাসীর নিকট থেকে ৫০টি বর্ম ধার করেছিলেন। কর্জ মুসলিম ও অমুসলিম উভয় উৎস হতে করা হয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়।

হযরত উমর ফারুক রা.-এর সময়েই বায়তুল মাল হতে কর্জে হাসানা দেবার রীতি ব্যাপকভাবে চালু হয়। ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছাড়াও ব্যবসায়িক বিনিয়োগ ও কৃষি কাজে ব্যবহারের জন্যেও বায়তুল মাল হতে কর্জে হাসানা নেবার ব্যবস্থা ছিল। এক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য বা পক্ষপাতিত্ব করা হতো না। জনসাধারণ ছাড়াও সরকারি কর্মচারীরাও নিজেদের চাকরির জামানতে বায়তুল মাল হতে ঋণ নিতে পারতো। এছাড়া ব্যক্তিগত পর্যায়ে কর্জে হাসানা ছিল মামুলি ব্যাপার। দরিদ্রদের সাহায্য করার জন্যে মন-মানসিকতার দিক থেকে সম্পদশালী ব্যক্তিগণ সব সময়েই প্রস্তুত ছিলেন।

ঐচ্ছিক সাদাকা এবং ব্যক্তিগত দান এর মধ্যে কর্জে হাসানার অন্তর্ভূক্তির ব্যাপারে বিজ্ঞসমাজে বিভিন্ন আলোচনা বিদ্যমান, কেননা অনেক বিখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদগণ তাদের লেখায় কর্জে হাসানাকে ঐচ্ছিক সাদাকা এবং ব্যক্তিগত দান হিসেবে উল্লেখ করেননি। এম. নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী (১৯৯২) ঐচ্ছিক সাদাকা এবং ব্যক্তিগত দানকে পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। সেগুলো হলো: ১) পরিবারের বাধ্যতামূলক ভরণপোষণ; ২) জাকাত, উশর ও ফিতরাহ্; ৩) উপহার ও মানত; ৪) ঐচ্ছিক সমাজ সেবা এবং ৫) ওয়াকফ। ড. আনোয়ার (২০০৩) কর্জে হাসানাকে এক প্রকার সাদাকা বলে উল্লেখ করেন। অন্যদিকে, ইসলাহী (১৯৯২) কর্জে হাসানাকে ইসলামি অর্থনীতির ঐচ্ছিক খাতের অংশ হিসেবে দেখিয়েছেন। কর্জে হাসানা ঐচ্ছিক সাদাকা এবং ব্যক্তিগত দান হোক বা না হোক, এ বিষয়ে বিজ্ঞসমাজ একমত যে, কর্জে হাসানা একটি সদাশয় ও সহায়তামূলক ঋণ। মুসলিম বিশ্বের অন্যতম গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইসলামিক রির্সাচ এ্যান্ড ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (IRTI, 1993)' র মতে, কর্জে হাসানা হলো দুঃস্থদের ঋণ এবং উত্তম ঋণ। এটি এমন একটি সুদমুক্ত ঋণ যা ঋণগ্রহীতাকে বিপদ থেকে নিস্তার পেতে প্রদান করা হয় এবং ঋণগ্রহীতার বিপদ থেকে কোনো প্রকারের মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করা হয় না। এ ব্যাখ্যা থেকে বলা যায়, কর্জে হাসানা একটি বন্ধুত্বমূলক ঋণ যেহেতু ঋণদাতা সময়, কিস্তি ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে ঋণগ্রহীতার প্রতি যথার্থ নমনীয়তা প্রদর্শন করে।

হোসাইন (২০০৪) একটি সহায়তামূলক ঋণ হিসেবে কর্জে হাসানা মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে সুদৃঢ় করে বলে উল্লেখ করেন। তিনি কর্জে হাসানার যে বাস্তবসম্মত উদ্দেশ্যসমূহ পেশ করেন, সেগুলো হলো: ১) সহকর্মীদের সাহায্য করা; ২) দরিদ্র ও ধনীদের মধ্যকার সম্পর্ককে উন্নত করা; ৩) সমাজের সকল মানুষের মধ্যে সম্পদের আবর্তনকে সচল রাখা; ৪) এমন একটি ভালো কাজে অংশগ্রহণ করা যাকে আল্লাহ ও তাঁর বাণী বাহকরা উৎসাহিত করেছেন ও প্রভূত মূল্য দিয়েছেন; ৫) জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা; ৬) দরিদ্র জনসমষ্টির জন্য

নতুন নতুন চাকরির বাজার সৃষ্টি করা এবং তাদের মেধা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে ব্যবসায়ে কাজে লাগানো; ৭) একটি দুশ্চিন্তামুক্ত সমাজ গঠন করা; ৮) সমাজ থেকে বেকারত্ব দূর করা; ৯) অমুসলিমকে কর্জে হাসানা প্রদান করার মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরা; ১০) সমাজ থেকে আর্থ-সামাজিক বৈষম্যকে উচ্ছেদ করা; এবং ১১) সর্বপরি, কর্জে হাসানা প্রদান করে আখিরাতের কল্যাণ অর্জন। উপরোক্ত উদ্দেশ্যসমূহের সফল বাস্তবায়নই পারে মুসলিম সমাজ থেকে দারিদ্র্যকে দূর করতে। সুতরাং কর্জে হাসানাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত।

কর্জে হাসানা লেনদেনের পদ্ধতি

ইসলামে মানুষ তার ইচ্ছানুযায়ী কিছু করতে পারে না। তাকে কুরআন ও হাদিস নির্দেশিত পথে যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। তেমনি কর্জে হাসানা এমন একটি চুক্তি যা নিম্নোক্ত নীতিসমূহকে অনুসরণ করে সমাপ্ত করতে হয়। সেগুলো হলো:

ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা উভয়ের শরিয়াহ মোতাবেক চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা থাকা

ইসলামি আইনের চারটি প্রসিদ্ধ শাখা (হানাফি, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী) এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা উভয়কে বালিগ, আকিল ও সুবিবেচক হতে হবে। ইয়াতিমদের ধন-সম্পদ তাদের হাতে সোপর্দ করার ক্ষেত্রেও একই নীতি বিদ্যমান। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন: আর এতিমদের পরীক্ষা করতে থাকো, যতদিন না তারা বিবাহযোগ্য বয়সে পৌঁছে যায়। তারপর যদি তোমরা তাদের মধ্যে যোগ্যতার সন্ধান পাও, তাহলে তাদের সম্পদ তাদের হাতে সোপর্দ করে দাও (সুরা নিসা, ৪: ৬)। আয়াতটি থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, বিবাহযোগ্য হওয়া ও অর্থ-সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করার যোগ্যতা অর্জন হলো পরিপক্কতার মাপকাঠি। এ ধরনের ব্যক্তিরাই কর্জে হাসানার চুক্তি সম্পাদন করতে পারে। একটি হাদিসে রসুল সা. বলেছেন: তিন ধরনের লোকদের ব্যাপারে কিছু লেখা হয় না (অর্থ্যাৎ তাদেরকে তাদের কর্ম সম্পর্কে দায়ী করা হয় না)। তারা হলো-পাগল যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে; ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জাগ্রত হয়; এবং সেই যুবক যার মধ্যে পরিপক্কতার অভাব দেখা যায় (আহমদ আবু দাউদ ও তিরমিযী)। হাদিসটির আলোকে বলা যায়, নাবালক ও অযোগ্য লোক কর্জে হাসানা লেনদেনে লিপ্ত হতে পারে না।

ঋণের প্রস্তাব (ইজাব) ও সম্মতি (কবুল) ঋণচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই পরিস্কার করা

ইসালামি আইনের চারটি প্রসিদ্ধ শাখাই এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, ঋণচুক্তিটি কেমন হবে তা ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা উভয়ের নিকট পরিস্কার থাকবে। ঋণচুক্তিটি পরিস্কারভাবে উপস্থাপিত না হলে পরবর্তীতে দু'পক্ষের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি, এমনকি বিরোধও দেখা দেয়া অস্বাভাবিক নয়। এজন্য দু'পক্ষের মধ্যে ইজাব ও কবুল অত্যন্ত জরুরি।

চুক্তির মেয়াদ স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা

মুসলিম ফকীহদের মধ্যে এ ব্যাপারে সবাই এ বিষয়ে একমত যে, ঋণচুক্তির ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধের পদ্ধতি ও তারিখ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা উচিত। অন্যথায় ভবিষ্যতে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে আদান প্রদানে

অনিশ্চয়তা ও বিরোধ দেখা দিতে পারে। রসুল সা. এর সাহাবিদের দৃষ্টান্ত এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। সম্মানিত সাহাবিগণ ঋণচুক্তির ক্ষেত্রে যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, সেটাই হলো সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য পন্থা। রসুল সা. যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করলেন, তাঁকে জানানো হলো অগ্রিম ক্রয় (সালাম) চুক্তি হয়েছে যেখানে সময় ও পরিমাণ সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। তখন রসুল সা. বললেন, এ চুক্তিতে যারা অংশ নিবে তাদের উচিত সময় ও পরিমাণ সঠিকভাবে উল্লেখ করা।

ঋণচুক্তিটি লিখিত হওয়া

ঋণচুক্তি লিখিত হতে হবে এটি কুরআন কর্তৃক স্বীকৃত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে ইমানদারগণ! যখন কোনো নির্ধারিত সময়ের জন্য তোমরা পরস্পরের মধ্যে ঋণের লেনদেন করো তখন লিখে রাখো (সুরা বাকারা, ২: ২৮২)। মুসলিম ফকিহদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ ফকিহর মতে, এটি বাধ্যতামূলক নয়, তবে লিখে রাখার উপর তাগিদ দেয়া হয়েছে। তাঁরা যুক্তি দেখান যে, যদি দু'পক্ষই লিখিতে সম্মত না হয় তবে তারা লেখা হতে অব্যাহতি পেতে পারেন। লেখার পক্ষে যুক্তি হলো ভবিষ্যতের যেকোনো প্রকারের বিরোধ এড়ানো। অপরদিকে আত-তাবারির মতো কিছুসংখ্যক ফকিহ মত দেন যে, চুক্তি লিখিত হওয়া বাধ্যতামূলক। দু'টি মতামতের মধ্যে প্রথমটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কেননা দু'পক্ষেরই লেখা বা না লেখার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ থাকা উচিত।

দুজন সাক্ষী থাকা

আল্লাহর বাণী হচ্ছে এই যে, ঋণ ও ব্যবসা সংক্রান্ত লেনদেনের চুক্তি সাক্ষ্য প্রমাণাদিসহ লিখিত আকারে সম্পাদিত হওয়া উচিত। এর ফলে লোকজনের মধ্যে লেনদেন পরিষ্কার থাকবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন: তারপর নিজেদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুই ব্যক্তিকে তার (লিখিত চুক্তিটির) সাক্ষী রাখো (সুরা বাকারা, ২: ২৮২)। হাদিসে এসেছে, "আল্লাহর রসুল সা. বলেছেন: তিন ধরনের লোক আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে কিন্তু তাদের ফরিয়াদ শোনা হয় না। এক, যার স্ত্রী অসচ্চরিত্র কিন্তু সে তাকে তালাক দেয় না। দুই, এতিমের বালেগ হবার আগে যে ব্যক্তি তার সম্পদ তার হাতে সোপর্দ করে দেয়। তিন, যে ব্যক্তি কাউকে নিজের অর্থ ঋণ দেয় এবং তাতে কাউকে সাক্ষী রাখে না।[১৬] ফকিহগণ বলেন, যদি পুরুষ সাক্ষী না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে তবে একজন পুরুষ ও দুজন মহিলাকে সাক্ষী রাখতে হবে। ভবিষ্যতের যে কোনো বিরোধ মোকাবেলায় এ এক অনন্য ঐশি সমাধান তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রশাসনিক ফি ও সার্ভিস চার্জ

এটা খুবই স্বাভাবিক যে, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কর্জে হাসানার প্রয়োগ করতে গেলে সেখানে প্রশাসনিক খাতে ও সেবাটি প্রদানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আর্থিক ব্যয়ের সম্মুখিন হতে হয়। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে এ ব্যয় নির্বাহের জন্য কোনো প্রকার ফি ও চার্জ ঋনগ্রহীতার নিকট থেকে গ্রহণ করা অনুমোদিত কি-না এবং যদি অনুমোদিত হয়, তবে তার পরিমাণ কত হবে। ফকীহগণ এ ব্যাপারে পরিষ্কার করেছেন যে, প্রশাসনিক ফি ও সার্ভিস চার্জ নেয়া

[১৬] তাফহীমুল কুরআন, সুরা আল বাকারা, ব্যাখ্যা নম্বর -৩২৬, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৭।

ইসলামি শরিয়াহ'র পরিপন্থী নয়। প্রশাসনিক খরচ নির্বাহ করতে ব্যাংকগুলো সর্বনিম্নহারে সার্ভিস চার্জ ঋণগ্রহীতার ওপর আরোপ করতে পারে (ইরফান উল হক, ১৯৯৬)। এস. এইচ. আমিন এর মতে, এমন কিছু চার্জ যা যে কোনো বিচারে সুদ নয় এবং প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য জরুরি তা আরোপ করা যাবে। কিন্তু অনেক সময় এ ব্যাপারে মতামত প্রদান অত্যন্ত কঠিন। প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য যে ফি অনুমোদনযোগ্য তার জন্য ব্যয়ের খাতটি সুনির্দিষ্ট ও অপরিহার্য (যেমন, আইনজীবির ফি) হতে হবে এটাই ইসলামি শরিয়াহ'র নির্দেশ, কিন্তু ব্যাংকের অন্যান্য সাধারণ ব্যয় এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হবে না। ব্যয়গুলোর হিসাব কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সংরক্ষিত হবে। এম আযীযুল হক (১৯৮৪) তিনি তার 'Islamic Banking for Social Justice' প্রবন্ধে বলেন, সুদমুক্ত ঋণ (যেমন, কর্জে হাসানা) বিনিয়োগ থেকে ইসলামি ব্যাংকগুলো কোনো প্রকারের আয় করে না এবং শরিয়াহ্ এর অনুমোদন দেয় না। যেভাবেই হোক, ঋণ প্রদানকারী ব্যাংগুলো সরাসরি বিনিয়োগ নিয়োজিত ক্ষেত্রগুলো থেকে সার্ভিস চার্জ হিসেবে প্রশাসনিক ব্যয় আদায় করতে পারে। ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক, জেদ্দাহ সুদমুক্ত ঋণের ক্ষেত্রে ২% থেকে ৩% সার্ভিস চার্জ আরোপ করে। অন্যদিকে, সরকার বা অন্য কোনো তৃতীয় পক্ষ প্রশাসনিক খাতে ব্যয়িত অর্থ পরিশোধ করতে পারে। পাকিস্তানে পল্লীঋণের ক্ষেত্রে এমনটি হয়ে থাকে। উপরোক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, কর্জে হাসানা যদি কোনো ব্যাংক বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান প্রদান করে, তবে তারা প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহে সার্ভিস চার্জ আদায় করতে পারে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি এ ঋণ দেয়, তবে তার জন্য সার্ভিস চার্জ নেয়া নির্ভর করে ঋণের পরিমাণের উপর। ঋণের পরিমাণ যদি এ পর্যায়ের হয় যে প্রশাসনিক প্রক্রিয়া যেমন আইনজীবির ফি, স্ট্যাম্প শুল্ক ইত্যাদির দরকার পড়ে, সেক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ দাবি করতে পারে। অন্যথায় সার্ভিস চার্জ অনুমোদিত হবে না।

অতিরিক্ত বা পারিতোষিক প্রদান

এটা অত্যন্ত পরিষ্কার ঋণচুক্তির ক্ষেত্রে ঋণদাতা অতিরিক্ত প্রদানের কোনো শর্ত আরোপ করতে পারবে না। যদি এ ধরনের কোনো শর্ত থাকে তবে তা রিবা বা সুদ বলে বিবেচিত হবে। তবে ঋণগ্রহীতাকে পরামর্শ দেয়া হয় ঋণদাতাকে উপঢৌকন প্রদানের জন্য। এটা এজন্য যে, কর্জে হাসানা একটি ঐচ্ছিক দান। এ দানকে উৎসাহিত করার জন্য উপঢৌকন প্রদান প্রেরণার প্রতীক। একটি হাদিসে এসেছে, জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা. বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রসুল সা.-এর নিকট আমার কিছু পাওনা ছিল এবং তিনি আমাকে অতিরিক্ত পরিশোধ করেছিলেন। আবার আবু রাফি বর্ণনা করেন যে, রসুল সা.-এর কোনো একজন থেকে একটি পূর্ণবয়স্ক মাদী উট ধার করেছিলেন। যখন তিনি উটের জাকাত গ্রহণ করলেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন ঐ লোকটিকে একটি পূর্ণবয়স্ক মাদী উট প্রেরণ করতে। আমি আল্লাহর রসুল সা.-কে বললাম, আমি এখানে ঐরূপ কোনো উট দেখতে পাচ্ছি না, একটি রয়েছে যেটি সন্তান সম্ভবা। রসুল সা. বলেন, এটাই তাকে দিয়ে দাও, প্রকৃতপক্ষে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে ঋণ করলে পরিশোধের সময়ে পারিতোষিক হিসেবে কিছু অতিরিক্ত প্রদান করে (আল মুয়াত্তা ও ইমাম মালিক)।

যে কোনো ঋণ যা মুনাফা দেয় তা রিবা এ মন্তব্যটি আসলে রসুলের সা. এর কোনো হাদিস নয়। কেননা হাদিস বিশারদদের মতে, এ হাদিসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে ধারাবাহিকতা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। তাছাড়া ফকিহদের মধ্যে অতিরিক্ত প্রদানের বৈধতা নিয়ে মত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। হানাফি, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাজহাবের মতামত হলো, যদি চুক্তির শর্ত হিসেবে আসলের ওপর অতিরিক্ত প্রদানকে জুড়ে দেয়া হয়, তবে তা সুদ হবে যা ইসলামে নিষিদ্ধ। অন্যথায় ঋণগ্রহিতা খুশি হয়ে কিছু অতিরিক্ত দিলে তা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হবে না।

মালেকি মাজহাবের মতে, অতিরিক্ত প্রদান নির্ভর করে ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্যের ওপর। যদি ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ঋণ নেয়া হয়, সেক্ষেত্রে পরিমাণগতভাবে বা গুণগতভাবে অতিরিক্ত প্রদানের বিষয়টি চুক্তির শর্তাধান হতে পারে। অন্যথায় ঋণ যদি মৌলিক চাহিদা পুরণের জন্য নেয়া হয়, সেক্ষেত্রে ঋণদাতার পক্ষে কোনো প্রকার অতিরিক্ত গ্রহণ সঠিক হবে না।

বস্তুত অতিরিক্ত প্রদান করা হবে কি হবে না এটা ঋণগ্রহীতার ওপর নির্ভর করে। তবে চুক্তির শর্ত হিসেবে অতিরিক্ত প্রদানকে কখনো অন্তর্ভূক্ত করা যাবে না।

ঋণগ্রহীতার প্রধান দায়িত্ব ঋণ পরিশোধ

কর্জে হাসানা ঋণদাতার বদান্যতা, এজন্য সে বাধ্য নয়। সুতরাং ঋণগ্রহিতার ঋণ পরিশোধকে সর্বাগ্রে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তায়ালা এ ঘোষণা দেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

১. হে ইমানদারগণ! তোমরা বন্ধন (চুক্তি) পুরোপুরি মেনে চলো (সুরা মায়েদা, ৫: ১)।

২. প্রতিশ্রুতি পালন করো, অবশ্যই প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে (সুরা বনী ইসরাঈল, ১৭: ৩৪)।

৩. তারপর তাদের নিজেদের অংগীকার ভংগের কারণেই আমি তাদেরকে নিজের রহমত থেকে দূরে নিক্ষেপ করেছি এবং তাদের হৃদয় কঠিন করে দিয়েছি (সুরা মায়েদা, ৫: ১৩)।

৪. শেষ পর্যন্ত তাদের অংগীকার ভংগের জন্য, আল্লাহর আয়াতের উপর মিথ্যা আরোপ করার জন্য, নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য এবং আমাদের দিল আবরণের মধ্যে সুরক্ষিত তাদের এই উক্তির জন্য তারা অভিশপ্ত হয়েছিল (সুরা নিসা, ৪: ১৫৫)।

একটি হাদিসে রসুল সা. বলেন: মুসলিমরা চুক্তি বা শর্তের বন্ধনে আবদ্ধ। তারা তখনই বন্ধনমুক্ত হবে যখন কোনো একটি শর্ত হালালকে হারামে অথবা হারামকে হালালে পরিণত করে (ঈমাম মুয়াত্তা, ঈমাম মালেক)।

উপরোক্ত কুরআনের আয়াতসমূহ ও হাদিসটি বিশ্লেষণ করে এ কথা বলা যায় যে, ঋণদাতা ঋণের চুক্তি সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে ঋণগ্রহীতার নিকট তা চাইতে পারবে না। কিন্তু মুসলিম আইনবিদগণ এ ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রদান করেছেন। শাফেয়ী ও হাম্বলী মতাবলম্বী আইনবিদগণ বলেন, ঋণদাতা ইচ্ছা করলে শর্তাধীন ঋণ চুক্তির মেয়াদপূর্ণ হওয়ার পূর্বেই ফেরৎ চাইতে পারে। তারা যুক্তি দেখান যে এ ঋণ একটি ঐচ্ছিক ব্যাপার সুতরাং এ ব্যাপারে কোনো প্রকারের বাধ্যবাধকতা থাকতে পারে না। অন্যদিকে, হানাফি ও মালিকী মতাবলম্বী আইনবিদগণ বলেন, চুক্তির ক্ষেত্রে যে সময় নির্ধারিত করা হয়েছে তা পূর্ণ হওয়ার পূর্বে ঋণদাতা ঋণ পরিশোধের জন্য ঋণগ্রহীতাকে কোনো প্রকার চাপ প্রয়োগ করতে পারবে না। তারা কারণ হিসেবে উপরোক্ত হাদিসটি উল্লেখ করেন। সাধারণ বিবেচনায় এটা বলা যায়, হানাফি ও মালিকী মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি অধিক যুক্তিযুক্ত। কেননা এর মাধ্যমে অভাবী ঋণগ্রহীতা উপকৃত হয়।

জামানত

কর্জে হাসানার ক্ষেত্রে জামানত থাকতে পারে। ঋণগ্রহীতার জামানত হতে পারে কোনো ব্যক্তি অথবা তার কোনো মূল্যবান সম্পদ যা ঋণ আদায় নিশ্চিত করার জন্য অতিরিক্ত জামানত হিসেবে ব্যবহৃত হয় যেমন বন্ধক, চার্জ

ইত্যাদি। যদি ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যর্থ হয়, তবে জামিনদার ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধ করতে হবে নতুবা জামানত হিসেবে রাখা সম্পদ ঋণ পরিশোধে ব্যয় হবে। কিন্তু একজন মুসলিমের মনে রাখা উচিত যে মুমিন কখনো ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করে না। রসুল সা. বলেছেন, কোনো ধনী ঋণগ্রহীতা যদি ঋণ পরিশোধে ইচ্ছাকৃত বিলম্ব করে, তবে সে অবিচার করল (সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম)।

বাংলাদেশে কর্জে হাসানার প্রচার ও প্রসার

কর্জে হাসানার প্রচার ও প্রসারে নিম্নোক্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে।

সরকারের দায়িত্ব

কর্জে হাসানার বিধান সমাজে ইসলামি উপায়ে প্রয়োজন পূরণের জন্যে অর্থ লেনদেনের এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সুযোগ করে দিয়েছে। কর্জে হাসানা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক। যেমন:

ক. বেসরকারি খাতে স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগ কার্যক্রমে সহায়তা;

খ. বিত্তশালীদের ব্যয় প্রবণতার সাময়িক হ্রাস; এবং

গ. সুদভিত্তিক ঋণের উচ্ছেদসহ মূল্যস্তরে স্থিতিশীলতা আনয়ন।

এর ফলে সমাজে যেমন কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে তেমনি নির্দিষ্ট আয়ের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা স্থির রাখার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্ব কর্জে হাসানার অর্থ পরিশোধের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন/বিধান তৈরি এবং একই সঙ্গে বিত্তশালীদের এক্ষেত্রে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা। উপযুক্ত প্রমাণ সাপেক্ষে কর্জে হাসানা হিসেবে প্রদত্ত অর্থ আয়কর রেয়াতের সুবিধা পাবে সরকারের এমন উদ্যোগ ফলপ্রসূ হবে সন্দেহ নেই। অনুরূপভাবে বিত্তহীন বর্গাচাষি ও প্রান্তিক কৃষকদের কৃষি উপকরণ গ্রহণের সুবিধার্থে কর্জে হাসানা প্রদান কৃষিখাতসহ পল্লী কর্মসংস্থানে সুযোগ সৃষ্টিতে সক্ষম হবে।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় কর্জে হাসানা প্রসার ও প্রয়োগে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এ প্রতিষ্ঠানসমূহকে কর্জে হাসানা প্রদানে আরো যত্নবান হতে হবে। উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও ঋণ বিতরণের পরিমাণ বাড়িয়ে দারিদ্র্য বিমোচনে তাদের অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে।

ইসলামি ব্যাংকগুলোর দায়িত্ব

২০০৯ সালের পূর্বে বাংলাদেশের ইসলামি ব্যাংকগুলো এবং কনভেনশনাল ব্যাংকের ইসলামি ব্যাংকিং শাখা ও উইন্ডোগুলোতে কর্জে হাসানা প্রথার কনসেপ্টই প্রচলিত ছিল না। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রকাশিত ইসলামি ব্যাংকিং গাইড লাইনে (৯ নভেম্বর, ২০০৯ ঈসায়ী তারিখে) বিনিয়োগ পদ্ধতি হিসেবে এ বিষয়টি সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে আরিফ (২০১৪) বলেন, বাংলাদেশের ইসলামি ব্যাংকগুলো এবং ইসলামি ব্যাংকিং শাখা ও উইন্ডোগুলোতে কর্জে হাসানা নামে এক ধরণের সুদবিহীন ঋণের প্রচলন আছে। ব্যাংকে কোনো ব্যক্তির মেয়াদি

জমা থাকলে গ্রাহকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ওই মেয়াদি জমার সর্বোচ্চ শতকরা আশিভাগ এরূপ ঋণ প্রদান করা হয়। মেয়াদি জমার বিপরীতে যে পরিমাণ টাকা ঋণ হিসেবে প্রদান করা হয় ওই পরিমাণ মেয়াদি জমার ওপর ঋণ থাকাকালীন কোনো প্রফিট দেয়া হয় না।[১৭] তাছাড়া কোনো কোনো ব্যাংক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সীমিত আকারে কর্জে হাসানা প্রদান করে থাকে, যা ব্যাংকের বৈধ আয় নয়। এমন ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ইসলামি ব্যাংকগুলো বিভিন্নভাবে সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করে থাকে।[১৮] কর্জে হাসানার প্রসারে ইসলামি ব্যাংকগুলো কর্জে হাসানা ফান্ড গঠন করতে পারে। আরিফ (২০১৪) এর মতে, কর্জে হাসানা ফান্ডে অর্থের জোগান হতে পারে এ রকম ছয়টি পন্থা হলো: এক. ব্যাংকের পরিচালকদের দান কিংবা ঋণ; দুই. শেয়ারহোল্ডারদের দান বা ঋণ; তিন. সবস্তরের জনসাধারণের দান; চার. সান্ড্রি অ্যাকাউন্টের অর্থ; পাঁচ. সমাজসেবার জন্য বরাদ্দ সরকারি অর্থ; ছয়. সন্দেহজনক আয়।[১৯]

সমাজের ধনী ব্যক্তিবর্গের দায়িত্ব

আল্লাহ তায়ালা বলেন: সম্পদ যেন ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয় (সুরা হাশর, ৫৯: ৭)। এ ঘোষণা প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা সমাজের ধনী ব্যক্তিবর্গকে তাদের দায়িত্ব সর্ম্পকে সচেতন করেছেন। সমাজের এ সমস্ত ধনীরা দরিদ্র ব্যক্তিদের দান, খায়রাত এবং কর্জে হাসানা প্রদান করে সমাজে সর্বোচ্চ শৃংখলা ফিরে নিয়ে আসবে। যেহেতু মানুষ আল্লাহর পথে যা ব্যয় করে আল্লাহ তার এক একটি আনা-পাইকেও কয়েকগুণ বাড়িয়ে ফেরৎ দেয়ার ওয়াদা করেন, তাই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর পথে অর্থ সম্পদ ব্যয় করাকে ঋণ হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। তবে এখানে শর্ত হচ্ছে, তা অবশ্যি উত্তম ঋণ (কর্জে হাসানা) হতে হবে। অর্থাৎ বৈধ উপায়ে সংগৃহীত অর্থ আল্লাহর পথে ব্যয় করতে হবে, আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে এবং আন্তরিকতা, সদিচ্ছা ও সৎ সংকল্প সহকারে ব্যয় করতে হবে। এ ধরনের ঋণের জন্য আল্লাহর দুইটি প্রতিশ্রুতি আছে। একটি হচ্ছে তিনি তা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে ফেরত দেবেন। অপরটি হচ্ছে, এজন্য তিনি নিজের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম পুরস্কারও দান করবেন।

সমাজের অসহায় ব্যক্তিবর্গের কর্তব্য

তারা যখন বিপদে পতিত হবে তখন সমাজের ধনী ব্যক্তিবর্গ বা যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান কর্জে হাসানার লেনদেন করে সেখান থেকে ঋণ নিয়ে তা উৎপাদনশীল কাজে ব্যয় করে বিপদমুক্ত হতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় যে, তাদেরকে ঋণ পরিশোধে আন্তরিক হতে হবে। সর্বপরি একমাত্র আল্লাহর নিকট রিজিক প্রার্থনা করতে হবে।

উপসংহার

মানুষের উন্নয়ন ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় দারিদ্র্য বিমোচণের বিকল্প নেই। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ দারিদ্র্য বিমোচনে নানামূখী কর্মসূচি হাতে নিচ্ছে। কোনোটি আংশিকভাবে সফল আবার কোনোটি দারিদ্র্য বিমোচনে পুরোপুরি ব্যর্থ

[১৭] আরিফ, এ. কিউ. এম. ছ. (২০১৪), ইসলামি ব্যাংকগুলোর অন্যতম দায়িত্ব কর্জে হাসানা প্রদান করা, প্রকাশিত: প্রিয় ইসলাম, এপ্রিল ২৫। বিস্তারিত দেখুন: http://islam.priyo.com

[১৮] প্রাগুক্ত।

[১৯] প্রাগুক্ত।

হয়েছে। এর অন্যতম কারণ হলো কর্মসূচিগুলো কুরআন ও হাদিসের সুমহান শিক্ষার আলোকে গ্রহণ করা হয়নি। এমনকি সুদভিত্তিক ঋণ পদ্ধতির অপপ্রয়োগের ফলে বিশ্ব আজ শতাব্দীর ভয়াবহ আর্থিক সংকটের মধ্যে পতিত হয়েছে। অন্যদিকে ইসলামের প্রাথমিক যুগে সুদমুক্ত অর্থনীতি বাস্তবায়নের জন্যে কর্জে হাসানা ছিল অন্যতম কার্যকর হাতিয়ার। প্রকৃতপক্ষে রসুল সা.-এর মদিনা জীবন হতে শুরু করে আব্বাসীয় খিলাফতের পরেও সুদীর্ঘ তিনশত বছরেরও বেশি কর্জে হাসানা ইসলামি সমাজে যথাযথ চালু ছিল বলেই সুদ ইসলামি অর্থনীতির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারেনি। এ অর্থব্যবস্থার সফল প্রয়োগের ফলে দরিদ্রতা দূরীভিত হয়েছিল এবং সুখ ও শান্তির এক অনাবিল ছোঁয়ায় ভূবন হয়েছিল রঙ্গিন। বিশ্বমুসলিম নেতা, চিন্তাবিদ, বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, সমাজসেবকদের পদভারে আলাকিত হয়েছিল। তেমনি এক আলাকিত সমাজ ও কল্যাণময় অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায় ইসলামি অর্থনীতির প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন জাকাত, উশর, ওয়াকফ, কর্জে হাসানার ব্যাপক প্রচলন অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে, ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছাড়াও ব্যবসায়িক বিনিয়োগ ও কৃষি কাজে ব্যবহারের জন্যেও কর্জে হাসানা নেবার ব্যবস্থা থাকা দরকার। এক্ষেত্রে মহিলা-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য বা পক্ষপাতিত্ব করা যাবে না। জনসাধারণ ছাড়াও সরকারি কর্মচারীরাও নিজেদের চাকরির জামানতে ঋণ নিতে দিতে হবে। দরিদ্রদের সাহায্য করার জন্যে মন-মানসিকতার দিক থেকে সম্পদশালী ব্যক্তিদের সব সময়েই প্রস্তুত থাকতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে, কর্জে হাসানা হলো দুস্থদের জন্য একটি উত্তম ঋণ। এটি এমন একটি সুদমুক্ত ঋণ যা ঋণগ্রহীতাকে বিপদ থেকে নিস্তার পেতে সাহায্য প্রদান করা হয় এবং ঋণগ্রহীতার বিপদ থেকে কোনো প্রকারের মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করা হয় না। সর্বোপরি কর্জে হাসানার সফল বাস্তবায়নই পারে মুসলিম সমাজ থেকে দারিদ্র্যকে দূর করতে। সুতরাং কর্জে হাসানাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে এর প্রচার ও প্রসারে একটি সামাজিক আন্দোলন আজ সময়ের দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসুন এ বিষয়টি উপলব্ধি করে ইসলামি অর্থনীতির অন্যতম উপাদান কর্জে হাসানার সফল প্রয়োগের মাধ্যমে দারিদ্র্য নামক শব্দটিকে পৃথিবী ও বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে মুছে ফেলি।

গ্রন্থপঞ্জি

আল-কারযাভী, ইউসুফ, ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন, সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ বাংলাদেশ, এপ্রিল ২০০৮।

আরিফ, এ. কিউ. এম. ছ., ইসলামি ব্যাংকগুলোর অন্যতম দায়িত্ব কর্জে হাসানা প্রদান করা, প্রিয় ইসলাম, ২৫ এপ্রিল ২০১৪। বিস্তারিত দেখুন: http://islam.priyo.com

প্রথম আলো-ক্ষুদ্রঋণ ও দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ে সেমিনার, ১২ মার্চ ২০১১। বিস্তারিত দেখুন: https://docs.google.com/document/d/124qgUdKfnESOIP-BK7JY5Z_eHvuoM-gQdb6tKnBnWAo/edit?hl=en

মওদুদী, সাইয়েদ আবুল আ'লা; তাফহীমুল কুরআন, ১ম, ৩য়, ১৬শ, ১৭শ ও ১৮শ খণ্ড।

মানিক, নুরুল ইসলাম (সম্পাদিত), দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৫।

রহমান, শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর, ইসলামি অর্থনীতি: নির্বাচিত প্রবন্ধ, স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, রাজশাহী, ২০০১।

রহমান, শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর; ইসলামের অর্থনৈতিক বিপ্লব; আহসান পাবলিকেশন।

রহীম, মুহাম্মদ আবদুর, ইসলামি অর্থনীতি বাস্তবায়ন, খাইরুন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮০।

রহমান, মতিউর ও সেন, বিনায়ক, কেন 'প্রতিচিন্তা', ২০১৫। বিস্তারিত দেখুন: http://protichinta.com/pages/about_us

হামিদ, মুহাম্মদ আবদুল, ইসলামি অর্থনীতি: একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ, অনুঃ শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০২।

হান্নান, শাহ্ আবদুল, ইসলামি অর্থনীতির লক্ষ্য, দৈনিক নয়া দিগন্ত, ঢাকা, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪। বিস্তারিত দেখুন: http://www.bd-monitor.net/columndetail/detail/107/4063

হান্নান, শাহ্ আবদুল, একটি নতুন ওয়াকফ আন্দোলন প্রয়োজন, দৈনিক নয়া দিগন্ত, ঢাকা, ১০ আগস্ট ২০১৪। বিস্তারিত দেখুন: http://www.bd-monitor.net/columndetail/detail/107/3894

হুসাইন, মুহাম্মদ শরীফ, ইসলামি ব্যাংকিং: একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা, ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লি., ঢাকা, ১৯৯৬।

হোসেন, আ. ফ. ম. খা., কর্জে হাসানা: ক্ষুদ্রঋণের বিকল্প, আলোকিত বাংলাদেশ, ২৫ আগস্ট, ২০১৩। বিস্তারিত দেখুন: http://www.alokitobangladesh.com/islam/2013/08/25/18243

Arabmazar, Abbas, The Organizational Structure of Qard-al-Hassan Funds in Iran; Workshop – SESRTCIC, 9-10 July 2007, Istanbul, Turkey.

Chapra, M. Umer, Islam and Economic Challenge; the Islamic Foundation and the International Institute of Islamic Thought, 1992.

Chapra, M. Umer, The Islamic Welfare State and its Role in the Economy. Islamic Foundation, Leicester, UK, 1979.

Chowdhury, Nurul Ahad, The Impact of Qard Hassan at Higher Education of Muslim Students: A Sample Case Study; International Seminar on Islamic Alternative to Poverty Alleviation: Zakat, Awqaf and Microfinance, 24-27 November 2006, Dhaka.

Farooq, Mohammad Omar, Qard al-Hasana, Wadiah/Amanah and Bank Deposits: Applications and Misapplications of Some Concepts in Islamic Banking; Harvard Islamic Finance Forum, 19-20 April 2008.

Haq, Irfan Ul, Economic Doctrines of Islam: A Study in the Doctrines of Islam and Their Implications for Poverty, *Employment and Economic Growth*, Vol. 3, IIIT, 1996.

Hossain, D. M., A Practical Approach, 2004. Available at: URL:http://www.witness-pioneer.org/vil/Articles/shariah/al_qard_al_hasan_A_Practical_Aprroach.htm.

Huq, M. Azizul, Islamic Banking for Social Justice, *Thoughts on Economics*, Dhaka, Vol. 5 No. 11, p. 25, 1984.

Khan, Mohsin S. and Mirakhor, Abbas, Islamic Banking: Experience in The Islamic Republic of Iran and in Pakistan, *Economic Development and Cultural Change*, January l990.

Mojtahed, Ahmad and HassanZadeh, Ali, The Evaluation of Qard-al-Hasan as a Microfinance Approach in Poverty Alleviation Programs (Case study of Iran. I.R.) International Seminar on Islamic Alternative to Poverty Alleviation: Zakat, Awqaf and Microfinance, Dhaka, 24-27 November 2006.

Siddiqi, Mohammad Nejatullah, Riba, Bank Interest, and the Rationale of Its Prohibition, Islamic Development Bank, Visiting Scholars Research Series, 2004.

Thoughts on Islamic Economics, Seminar on Islamic Economics, Islamic Economics Research Bureau, 1979.